তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩৪

**বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একসূত্রে গাঁথা**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

দিনাজপুর, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ইসলামের নামে যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। আজকে যারা ইসলামের নামে ভাস্কর্য নিয়ে কথা বলে; ১৯৭১ সালে তারাই বলেছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এই দেশটা ভারত হয়ে যাবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুর শিল্পকলা একাডেমীর অডিটোরিয়ামে দিনাজপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু অমর, বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শ, বঙ্গবন্ধু একটি দেশের নাম। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অপর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, ইতিহাস পাল্টানো যাবে না, ইতিহাস পাল্টানোর কোনো সুযোগ নেই। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পরে জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়ারা অনেকভাবে চেষ্টা করেছে ইতিহাসকে পাল্টে দেওয়ার জন্যে, কিন্তু পারেনি। বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলা যাবে না, কারণ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে আলাদা করা যায় না। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একসূত্রে গাঁথা।

 খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ১৪ ডিসেম্বর দিনাজপুর মুক্ত হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন ও মুক্ত হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস এখানেই গেটলক। এরপর আর কোনো ইতিহাস নেই। ১৬ ডিসেম্বরের পর যারা ইতিহাস রচনা করতে চায় তারা ইতিহাস বিকৃত করতে চায়, ইতিহাসকে ভিন্ন ধারায় নিতে চায়।

 দিনাজপুর মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জাকিয়া তাবাসসুম জুঁই, জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইমাম চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসলাম উদ্দীন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুকুজ্জামান চৌধুরী মাইকেল, দিনাজপুর মুক্ত দিবস উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ আহমেদ প্রমুখ।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩৩

**শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নাধীন এসইডিপি’র অনুকূলে**

**৬২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার ঋণ ছাড় করেছে বিশ্ব ব্যাংক**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নাধীন এসইডিপি (সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) এর অনুকূলে ৬২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার অর্থ ঋণ ছাড় করেছে বিশ্ব ব্যাংক। ঋণ ছাড় করার জন্যে প্রদত্ত ৩৫টি শর্তের মধ্যে চলতি বছরের জন্য নির্ধারিত ৬টি শর্ত সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করায় এ ঋণ অর্থ ছাড় করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে বাংলাদেশে চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ ঋণ ছাড়। শিক্ষায় সংস্কার আনতে মন্ত্রণালয় এটি সফলভাবে করেছে।

 সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এ ৮টি ক্ষেত্রে ৩৫টি ফলাফল অর্জনের প্রেক্ষিতে ৫১০ ইউ এস মিলিয়ন ডলারের ঋণ সহায়তা দেয়ার বিষয়ে ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাংকের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে এ বছরের জন্য নির্ধারিত ৬টি শর্তের ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় এই ৬২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার ছাড় করা হয়েছে।

 গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব বরাবরে এ সংক্রান্ত চিঠি দেয় বিশ্বব্যাংক। অর্জিত ফলাফল বিশ্ব ব্যাংক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যাচাই করে এবং অর্জিত ফলাফলে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

 অর্জিত ৬টি ফলাফলের মধ্যে রয়েছে পঞ্চম শ্রেণি সম্পন্ন করার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশের পূর্বে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট গাইড লাইন তৈরি করা, শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিচিং সময় মনিটরিং করার গাইড লাইন তৈরি করা, হারমোনাইজ স্টাইপেন্ড ব্যবস্থা চালু করা-সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত।

#

খায়ের/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩২

**জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে ৪৩৮ জন চিকিৎসকের পদন্নোতি**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে কর্মরত ২১টি বিষয়ের ৪৩৮ জন (চিকিৎসক) মেডিকেল অফিসারকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেডে জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

 স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের ঢ়বৎ৩@যংফ.মড়া.নফ ইমেইল ঠিকানায় যোগদান পত্র জমা দিতে বলা হয়েছে।

#

মাইদুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩১

**সংরক্ষিত বনভূমির দখল উচ্ছেদে বিশেষ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 সংরক্ষিত বনভূমির অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে বিশেষ অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। আজ বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংরক্ষিত বনভূমির জবরদখল উদ্ধারে গৃহীত ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিশেষ সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

 বন বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত অবৈধ দখলকৃত সংরক্ষিত বনভূমি উদ্ধারে প্রথম অভিযান চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার বনবিভাগের অবৈধ দখলকৃত সংরক্ষিত বন উদ্ধারে অভিযান চালানো হবে। পরবর্তীতে দেশের অবশিষ্ট অঞ্চলের অবৈধ বনভূমি থেকে দখলদারদের উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

 বেশি বনভূমি অবৈধ দখলে আছে এমন ১২ টি জেলার জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত এ বিশেষ অভিযান মনিটরিং ও সমন্বয় করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ও উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত এ সকল অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টদের সহায়তা কামনা করা হয়েছে।

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসিসহ মন্ত্রণালয় ও বন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩০

**দলিল বুনিয়াদে নামজারি ব্যবস্থা শিগগিরই চালু হচ্ছে**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 দলিল বুনিয়াদে নামজারি ব্যবস্থা শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে। এ ব্যবস্থায় ক্রয়কৃত কিংবা হস্তান্তরিত ভূমির নামজারি করার জন্য এসিল্যান্ড অফিসে নামজারি আবেদনের আর প্রয়োজন হবে না। প্রাথমিকভাবে সাভার উপজেলায় এ ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

 ভূমি ক্রয়-বিক্রয় কিংবা হস্তান্তরের পর ভূমির নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) ও নামজারির (মিউটেশন) সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে গত ৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবটি আরও কতিপয় নির্দেশনাসহ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

 আজ সোমবার ভূমি মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসের করণীয় বিষয়ক এক দিকনির্দেশনামূলক পরিপত্র জারি করেছে।

 পরিপত্রে বলা আছে ও ই-নামজারির আবেদনের মতো প্রাপ্ত দলিলের কপি এবং এলটি নোটিশ একত্রিত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-নামজারির জন্য মিস কেস রুজু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দলিল গ্রহীতার থেকে আলাদা করে আবেদন গ্রহণের আবশ্যকতা নেই।

 এতে আরো বলা আছে, নামজারি ও ই-নামজারি খতিয়ানের ভিত্তিতে জমির দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে এবং এর ভিত্তিতে মালিকানা পরিবর্তন হলে সেক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে সাধারণভাবে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজন হবে না। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও পৌর ভূমি অফিস, সার্ভেয়ার ও কানুনগো কর্তৃক সরেজমিন তদন্তের আবশ্যকতা নেই মর্মে নির্দেশনাও আছে পরিপত্রে।

 পরিপত্রে বলা আছে, জমি হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশন করার সময় সাব-রেজিস্ট্রার তিন কপি দলিল সম্পাদন করবেন। তন্মধ্যে একটি কপি দলিল গ্রহীতা পাবেন, দ্বিতীয় কপি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সংরক্ষণ করবে এবং তৃতীয় কপি ও এলটি নোটিশের একটি পরিচ্ছন্ন ও পাঠযোগ্য কপি সাব-রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও সার্কেল ভূমি অফিসে প্রেরণ করবেন।

 দলিলের কপি ও এলটি নোটিশের কপি ভূমি অফিসে পৌঁছাবার পর প্রচলিত বিধান অনুযায়ী নামজারির ফি ও সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করা এবং দলিল অবিকল নকল কপিসহ উপস্থিত হয়ে শুনানি গ্রহণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চার কার্যদিবসের মধ্যে সময় দিয়ে দলিল গ্রহীতাকে ই-মেইল অথবা মেসেজ দিতে হবে। এছাড়া, দলিলের কপি এবং এলটি নোটিশ সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর নিকট পৌঁছানোর তারিখ থেকে পরবর্তী আট কার্যদিবসের মধ্যে নামজারি সম্পন্ন নিশ্চিত করার কথা বলা আছে পরিপত্রে।

#

নাহিয়ান/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৯

**সামুদ্রিক মৎস্য আইন নিয়ে ভীত না হওয়ার আহ্বান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 সামুদ্রিক মৎস্য আইন নিয়ে কোনোভাবেই ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। তিনি বলেন, ‘বর্তমান সরকার কখনো গণবিরোধী আইন করে না। কোনো যৌক্তিক দাবি থাকলে সরকার সর্বোচ্চ সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে। কোনো প্রক্রিয়ায় ভুল বোঝাবোঝি বা সুবিধা-অসুবিধা থাকলে তা সমাধান করা হবে। কিন্তু কোনো সমাধানের প্রক্রিয়া অনাকাক্সিক্ষত ভূমিকায় যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। মৎস্য খাতের উন্নয়নে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।’

 আজ সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা জানান।

 কোনোভাবেই সামুদ্রিক মৎস্য খাত যেন প্রতিকূল অবস্থায় না পড়ে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এসময় নির্দেশনা দেন মন্ত্রী। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, ‘কেউ বেআইনি কাজ করলে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। তবে আইনের যাতে কোনো অপব্যবহার না হয়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকতে হবে। আইনের বিধি-বিধান দিয়ে কাউকে যেন জিম্মি করা না হয়, কোনো অনিয়ম যাতে না হয় এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হবে।’

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, যুগ্ম সচিব মোঃ হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নূরুল কাইয়ুম খান, ১ম ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাইস অ্যাডমিরাল (অবঃ) জহির উদ্দিন আহমেদ, মহাসচিব মসিউর রহমান চৌধুরীসহ এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪428

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার গতকালের কুইজে স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন: ফজলুল হক, অন্তু ভট্টাচার্য, প্রান্ত দাশ, সন্তোষ সাহা, সুহা আফসিন।

 গতকালের কুইজে ৭০ হাজার ৫৪৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

 স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/ফারহানা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৭

**ইতিহাস বিকৃতকারীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, যারা ইতিহাস বিকৃতির সাথে জড়িত, যারা অমুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধার সনদ প্রদান করেছে তারা ইতিহাসের সাথে প্রতারণা করেছে। তাদেরকে চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

 আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় ভার্চুয়াল কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 ফরহাদ হোসেন বলেন, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের সঙ্গে নিয়ে এখনো বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিই দেশের জন্য সত্যিকারভাবে কাজ করতে পারে। তাই স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য তাদেরকে যথাযথভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানাতে হবে।

 মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডক্টর মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অধ্যক্ষ হাসানুজ্জামান মালেক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

#

শিবলী/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৬

**শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ উপলক্ষে আজ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় কোরআনখানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় ১৯৭১ সালে দেশের জন্য আত্মদানকারী শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

 অন্যদিকে আজ বাদ যোহর বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মিজানুর রহমান।

 এছাড়া মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এ সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শহীদ জাতির পিতার পরিবারের সদস্যবৃন্দের রুহের মাগফিরাত কামনা করেও দোয়া করা হয়। এছাড়া ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের জন্য আত্মদানকারী শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

 দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লিগণ দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ হাজার ৮২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৭৯৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯২ হাজার ৩৩২ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭জন-সহ এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৮৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ২৩ হাজার ৮৪৫ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৪

'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন-

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশের আরো একটি সম্মানজনক ও গৌরবময় অর্জন**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ‘UNESCO-Bangladesh ‘Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize on the Creative Economy’ নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

 গত ১১ ডিসেম্বর ৫৮ সদস্যবিশিষ্ট ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদের ২১০তম অধিবেশনের সমাপনী প্লেনারিতে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত এ পুরস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের সভাপতি Agapito Mba Mokuy এর সভাপতিত্বে এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক Audrey Azoulay।

 এ পুরস্কারের প্রাইজমানির মূল্যমান হবে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার এবং প্রতি দুই বছর অন্তর এটি প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় পুরস্কারটি প্রবর্তনে ইউনেস্কো'র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

 এই প্রথম জাতিসংঘের কোন অঙ্গসংস্থা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করল। উল্লেখ্য, ইউনেস্কো অধিক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিমান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে এখন পর্যন্ত ২৩টি ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে। ইউনেস্কো’র অধিক্ষেত্র যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও বাংলাদেশ সরকারের ইউনেস্কো’র প্রতি অঙ্গীকারের কথা বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নামে পুরস্কার প্রবর্তনে সম্মতি প্রদান করে ইউনেস্কো। এ পুরস্কার সৃজনশীল অর্থনীতিতে যুব সমাজের উন্নয়নে সংস্কৃতিকর্মী, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেবে। উল্লেখ্য, বৃহত্তর সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে সৃজনশীল অর্থনীতি ক্ষেত্রে ‘ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু’ পুরস্কার হবে এ সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

 ইউনেস্কোর মত জাতিসংঘের একটি অঙ্গসংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত এ পুরস্কার বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ তৈরি করবে এবং বিশ্বময় সংস্কৃতি কর্মীদের সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশে অনুপ্রেরণা জোগাবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় অর্জন ও তাঁর অবদানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন। এ পুরস্কার বিশ্বময় বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং ও ইমেজ বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

#

ফয়সল/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/সুবর্ণা/মাসুম/২০২০/১৫৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৩

**স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির আস্ফালন রুখতে ঐক্যবদ্ধ থাকুন**

 **-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ দিবসটি উপলক্ষ্যে রাজধানীতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনে স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন বুঝতে পেরেছিল বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে যাচ্ছে, তখন জাতিকে পঙ্গু করার হীন উদ্দেশ্যে সেদিন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করা হয়েছিল। তাই যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ইতিহাসের পাতায় এই দিনটি কালো দিন হিসেবেই থাকবে।

 কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পরও সেদিন যারা বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা এঁকেছিল, সেই জামায়াতে ইসলামী ও তাদের দোসর-অনুসারীরা এখনো বাংলাদেশে সক্রিয় উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, সেদিন যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, যারা মুক্তিযোদ্ধাদের কাফের, ইসলামবিরোধী বলে ফতোয়া দিয়েছিল, তারাই আজকে ভাস্কর্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। জাতির স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পরও স্বাধীনতাবিরোধীদের এ ধরনের আস্ফালন মেনে নেয়া যায় না। তাই এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

 এসময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বিষয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী আহমেদের মন্তব্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি’র যুগ্ম মহাসচিব রিজভী আহমেদ সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। এজন্য আমি মহান স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। কিন্তু উনি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেই দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে যেভাবে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন, এতে মনে হচ্ছে আসলে উনি এখনো পুরোপুরি সুস্থ হন নাই। উনার আরো একটু চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে।

 পরে রাজধানীর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ‘এখনো দেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের আস্ফালন কেন’- সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি যারা বেশ কয়েকবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল, তারা স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে সহযোগিতা করছে। দলগতভাবে স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী, বুদ্ধিজীবীহত্যার নীলনকশা প্রণয়নকারী, আলবদর বাহিনী গঠনকারী, নারী নির্যাতনের সাথে যুক্ত জামায়াতে ইসলামীকে জোটসঙ্গী করে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার কারণেই এখনো স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি আস্ফালন করার অপচেষ্টা করে। ঐক্যবদ্ধভাবে এদের  রুখতে হবে।

#

আকরাম/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/সুবর্ণা/মাসুম/২০২০/১৫৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২২

**বঙ্গবন্ধুর নামে ইউনেস্কোর পুরস্কারে জাতি হিসেবে আমরা গর্বিত**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করে দিতেই বিজয়ের প্রাক্কালে দেশীয় আলবদরদের সহযোগিতায় দেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। আজকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী শুধু জাতীয়ভাবে না; আন্তর্জাতিকভাবেও পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর নামে পুরস্কার দিচ্ছে। জাতি হিসেবে আমরা গর্বিত। এর থেকে গর্ব আর অহংকারের কী হতে পারে!

 প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরল উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিরল পাক-হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে কেউ মুছে ফেলতে পারেনি। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর খুনী মোস্তাকরা ভেবেছিল এ বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারিত হবে না। তারা মনে করেছিল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেউ জানবেনা। মানুষের মন থেকে ২৩ বছরের লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস মুছে যাবে। কিন্তু তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারে নাই। স্বাধীনতার সেই ইতিহাসকে মুছে ফেলতে পারে নাই।

 খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে কেউ হেয় করতে পারবে না । জিয়া-এরশাদ-খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুকে হেয় করার অনেক চেষ্টা করেছে। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের রাজনীতিতে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর খুনী স্বাধীনতাবিরোধীদের এমপি বানানো হয়েছে, মন্ত্রী বানানো হয়েছে। কোন লাভ হয় নাই। বঙ্গবন্ধুকে যারা আঘাত করার চেষ্টা করছে তারাই অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। তিনি বলেন, আজকে যারা বঙ্গবন্ধুকে আঘাত করার চেষ্টা করছেন তারা ভুল করছে। যে অন্ধকার পথে হাঁটছে, সে অন্ধকারে তারা হারিয়ে যাবে।

 উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাবের মো. সোয়াইবের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিরল পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সবুজার সিদ্দিক সাগর, সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায়।

 প্রতিমন্ত্রী এর আগে বিরলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/সুবর্ণা/মাসুম/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২১

**জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিধি মেনে চলার আহ্বান**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

 ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)’ এর বিধি ৩ অনুযায়ী ‘জাতীয় পতাকা’ গাঢ় সবুজ রঙের হবে এবং ১০:৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার সবুজ রঙের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। পতাকার দৈর্ঘ্যের নয়-বিংশতিতম অংশ হতে অঙ্কিত উল্লম্ব রেখা এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যবর্তী বিন্দু হতে অঙ্কিত আনুভূমিক রেখার পরস্পর ছেদবিন্দুতে বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হবে।

 জাতীয় পতাকার সঠিক মাপ ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে অনেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকেন, যা জাতীয় পতাকার অবমাননার শামিল।

#

পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/সুবর্ণা/মাসুম/২০২০/১১৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২০

**বিজয় দিবস উপলক্ষে গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে**

**তোরণ তৈরী করা যাবে না**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকার গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে যে কোনো ধরনের তোরণ (ত্রিমাত্রিক অথবা বক্স আকারে) তৈরি করা যাবে না।

 এক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ে পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা যেতে পারে।

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

দেবাশীষ/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/সুবর্ণা/মাসুম/২০২০/১১৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮১৯

**আগামীকাল জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) :

 চলতিহিজরিসনেরপবিত্র জমাদিউল আউয়ালমাসেরচাঁদদেখারসংবাদপর্যালোচনাএবংএবিষয়েসিদ্ধান্তগ্রহণেরলক্ষ্যেআগামীকালসন্ধ্যা ৬ টায় (বাদমাগরিব)ইসলামিক ফাউন্ডেশনবায়তুলমুকাররম সভাকক্ষেজাতীয়চাঁদদেখাকমিটিরএকসভাঅনুষ্ঠিতহবে।সভায়সভাপতিত্বকরবেনধর্মবিষয়কপ্রতিমন্ত্রীমোঃফরিদুলহকখান।

       বাংলাদেশেরআকাশেকোথাওপবিত্রজমাদিউল আউয়াল মাসেরচাঁদদেখাগেলেতানিম্নোক্তটেলিফোনওফ্যাক্সনম্বরেঅথবাসংশ্লিষ্টজেলারজেলাপ্রশাসকঅথবাউপজেলানির্বাহীঅফিসারকেজানানোরজন্যঅনুরোধকরাহলো।

টেলিফোননম্বর **:** ৯৫৫৯৪৯৩**,** ৯৫৫৫৯৪৭**,** ৯৫৫৬৪০৭ও৯৫৫৮৩৩৭।

ফ্যাক্সনম্বর **:** ৯৫৬৩৩৯৭ও৯৫৫৫৯৫১।

#

শায়লা/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/সুবর্ণা/মাসুম/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮১৮

**জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে ফুলের বাগানের ক্ষতি সাধন না করতে সতর্ক থাকতে হবে**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর):

 মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের যাতে কোনরূপ ক্ষতিসাধিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে সরকার।

 এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

দেবাশীষ/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/সুবর্ণা/মাসুম/২০২০/১১২৭ ঘণ্টা